তারিখ : 29 JUL 2017
পৃষ্ঠা : ১৮ কলাম : ৬

যুগান্তর

দক্ষিণ বিশিউড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাণ্ড

নেত্রকোনায় বোর্ডের চিঠি জাল করে অর্থ বাণিজ্যের অভিযোগ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

সদর উপজেলার দক্ষিণ বিশিউড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মজিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে বোর্ডের চিঠি জালিয়াতি করে অর্থ বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। জেএসসিতে বোর্ড নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে। এ নিয়ে এলাকায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। জানা যায়, গত ১০ জুলাই ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক জেএসসি পরীক্ষা-২০১৭ এর ফি আদায় সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এতে জেএসসি পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা, কেন্দ্র ফি ১৫০ টাকা, বিলম্ব ফি ২৫ টাকাসহ মোট ২৭৫ টাকা ধার্য করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ বিশিউড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মজিবুল ইসলাম সরকারি এ নির্দেশনা তোয়াক্কা না করে প্রথমে এক হাজার টাকা ও পরে ৮০০ টাকা করে ছাত্রছাত্রীদের ফরম পূরণ বাবদ আদায় করছেন। তিনি জেএসসি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জালিয়াতি করে কম্পিউটার কম্পোজের মাধ্যমে ১০০ টাকার পরিবর্তে ৬০০ টাকা বসিয়ে নতুন একটি নকল বিজ্ঞপ্তি তৈরি করেন। এর মাধ্যমে তিনি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ম্যানেজিং কমিটির এক সদস্য জানান, মিটিংয়ে এক হাজার টাকা করে ফি ধরার প্রস্তাব করা হলে আমরা সরকারি বিজ্ঞপ্তি দেখতে চাই। এ সময় প্রধান শিক্ষক সেটি দেখাতে ব্যর্থ হন। তাতে আমরা মিটিং স্থগিত করে চলে আসি। কিন্তু পরে তিনি নিজেই বিজ্ঞপ্তি জালিয়াতি করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এই বাড়তি টাকা নিচ্ছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের এমন জালিয়াতির ঘটনা নতুন কিছু নয়। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কিছু দিন পর পর বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মজিবুল ইসলাম জানান, অভিযোগ সঠিক নয়। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বোর্ড নির্ধারিত ফির সঙ্গে অগ্রিম বেতন, মডেল টেস্ট ফি, অনলাইন ও যাতায়াত খরচ বাবদ অতিরিক্ত টাকা নেয়া হচ্ছে। বোর্ডের কাগজ জালিয়াতির ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। নেত্রকোনা জেলা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ওয়ালি উল্লাহ বলেন, বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি জালিয়াতির বিষয়টি আমি অবগত নই। অভিযোগ পেলে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।